# সম্প্রসারণ বার্তা

৩ রাঙ্গামাটিতে আখ ও আখের সাথী ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ.....

৪ বরিশালের সর্বত্র খাটো জাতের নারিকেলের.....

৫ সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক মহোদয়ের মৌলভীবাজার....

৬ সিলেটে কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৬.....

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৯তম বর্ষ ■ অষ্টম সংখ্যা ■ অগ্রহায়ণ-১৪২৩ ■ পৃষ্ঠা ৮


## বিএআরসি চত্বরে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য উন্মোচন

-মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২২ নভেম্বর ২০১৬ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) চত্বরে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য উন্মোচন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যটি উন্মোচন করেন।

এ উপলক্ষে বিএআরসি চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন কৃষিতে বিপ্লব ঘটাতে হবে। কৃষিই পারবে দেশকে ঘুরিয়ে দিতে। সেজন্য বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদদের ও কৃষি বিজ্ঞানীদের দ্বারা সোনার বাংলা তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি সেটি সম্পন্ন করে না যেতে পারলেও তারই

*বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যটি উন্মোচন করেন*

সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সার্থক ও সফল করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধু বাংলাদেশকে বদলিয়ে দেননি, সারা পৃথিবীতে আজকে তিনি সফল নেতার স্থান দখল করেছেন। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তিনি প্লানেট ফিফটি ফিফটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তিনি আইসিটিতে আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। পেয়েছেন জাতিসংঘের কৃষি ও স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ পুরস্কার। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তনের দ্বারা বাংলাদেশের (২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

## বরিশালের চরবদনায় কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

-নাহিদ বিন রফিক, এআইএস, বরিশাল

*বরিশালের চরবদনায় ব্রি ধান৭৬'র শস্য কর্তন ও কৃষক সমাবেশের আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) সৈয়দা আফরোজা বেগম*

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আয়োজিত বরিশালের চরবদনাস্থ ব্রি ফার্মে গত ১৯ নভেম্বর ব্রি ধান৭৬'র শস্য কর্তন ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে ব্রির মহাপরিচালক ড. ভাগ্য রাণী বণিকের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

## মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকলে ভালো ফসল পাওয়া যাবে

-মো. মুনিরুজ্জামান, এআইএস, ঠাকুরগাঁও

*কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ হামিদুর রহমান ঠাকুরগাঁও জেলার চলমান কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং আয়োজিত কৃষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখেন*

মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হবে। মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকলে সেই মাটিতে ফলমূল, শাকসবজিসহ সব ফসলই অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এতে আমরা বেশি বেশি ফলমূল, শাকসবজি খেতে পারব। আমাদের শরীর সুস্থ রাখতে যেমন বেশি করে ফলমূল, শাকসবজি খেতে হবে তেমনি (২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

## বিএআরসি চত্বরে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য উন্মোচন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উন্নতিতে কৃষিবিদ ও কৃষিবিজ্ঞানীদের সফলতার কথা উল্লেখ করেন। মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন, আমরা অভাবী জাতি থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি এবং দুর্ভিক্ষের জাতি থেকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছি। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সারা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে।

কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের সভাপতি কৃষিবিদ আ. ফ. ম. বাহাউদ্দিন নাছিম এমপি ও কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য মো. আবদুল মান্নান এমপি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. মোশারফ হোসেন। ভাস্কর্য উন্মোচন ও আলোচনা অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন।

## বরিশালের চরবদনায় কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

(গবেষণা) সৈয়দা আফরোজা বেগম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব বেগম সেলিমা আক্তার বানু ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. ওমর আলী শেখ। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বরিশালের জেলা প্রশাসক ড. গাজী সাইফুজ্জামান, ব্রির মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের (বারি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড.আব্দুল ওহাব, ডিএই বরিশালের উপপরিচালক রমেন্দ্র নাথ বাড়ৈ, কৃষক আব্বাস উদ্দিন প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আমরা মাটির সন্তান এবং মাটি থেকেই ফসল উৎপাদন হয়। তাই আমাদের জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। চাষিদের উদ্দেশে তিনি বলেন, পেটে ক্ষুধা নিয়ে কিছুই করা যায় না, আর সেই ক্ষুধা নিবারণে সারা দিন পরিশ্রম করছেন। আপনারা আরো এগিয়ে যান, যেকোনো সমস্যা মোকাবেলায় কৃষি বিভাগ পাশেই আছে। এভাবে সবাই যদি কাজ করি, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আরো সম্পদশালী হবো। পৃথিবী যত দিন থাকবে বাংলাদেশও মর্যাদার আসনে থাকবে তত দিন। এর আগে ব্রি ধান৭৬'র শস্য কর্তন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে ৩৬ জন চাষিকে বিনামূল্যে ৫ কেজি করে ধানের বীজ দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাসহ ৪ শতাধিক কৃষাণ-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

## মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকলে ভালো ফসল পাওয়া যাবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে জমিতে বেশি বেশি জৈবসার প্রয়োগ করতে হবে। আর সেই জৈবসারের ঘাটতি পূরণ করতে পারে ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ হামিদুর রহমান গত ০৩/১১/২০১৬ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলার চলমান কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শনকালে সদর উপজেলার বালিয়া ইউনিয়নের ছোট বালিয়া গ্রামে কেঁচো কম্পোস্ট ভিলেজের কৃষক-কৃষাণীদের সাথে মতবিনিময়কালে কথাগুলো বলেন।

তিনি আরো বলেন, ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার উৎপাদনে মানুষের ভাগ্যেরও পরিবর্তন করা সম্ভব। সে সাথে উচ্চমূল্যের সুগন্ধি ধান, সজিনা, দেশি বরই, রসুন, আদা, গ্রীষ্মকালীন টমেটো, তাল, খেজুর ইত্যাদি ফসলের আবাদ বাড়াতে হবে। মহাপরিচালক মহোদয় পরে সেখানে সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ৩০ জন কৃষক-কৃষাণীর মধ্যে বারি মাল্টা-১ এর চারা বিতরণ করেন। এরপর তিনি একই ইউনিয়নের বগুলাডাঙ্গী গ্রামে যান এবং বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনীর ৬০ জন কৃষক-কৃষাণীর মধ্যে খাটো জাতের (ভিয়েতনামী–ওপি) চারা বিতরণ করেন এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কেঁচো কম্পোস্ট ভিলেজের উদ্বোধন করেন।

তারপর ডিজি মহোদয় জেলার হর্টিকালচার সেন্টার পরিদর্শন করেন এবং কৃষক-কৃষাণীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। সবশেষে তিনি জেলায় কর্মকর্তা বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে সফরসঙ্গী ছিলেন সাইট্রাস ডেভেলভমেন্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মো. ফরিদুল ইসলাম, দিনাজপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মো. জুলফিকার হায়দর, উপপরিচালক মো. রেফায়তুল ইসলাম, ঠাকুরগাঁওয়ের উপপরিচালক জনাব মো. আরশেদ আলী, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার জনাব মো. জাহেরুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম এবং সদর কৃষি অফিসার মো. আনিছুর রহমান প্রমুখ।

## পাবনায় জিংকসমৃদ্ধ ব্রি ধান৬২ এর আবাদ সম্প্রসারণ শীর্ষক মাঠদিবস অনুষ্ঠিত

–এ.টি.এম ফজলুল করিম, সহকারী তথ্য অফিসার, কৃতসা, পাবনা

*জিংকসমৃদ্ধ ব্রি ধান৬২ এর উপকারিতা ও আবাদ সম্প্রসারণ দিবসের প্রধান অতিথি বগুড়া অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. হযরত আলী ব্রি ধান৬২ কর্তন করে শুভ উদ্বোধন করেন*

পাবনা সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে এবং হারভেস্ট প্লাস প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় রোপা আমন মৌসুমে জিংকসমৃদ্ধ ব্রি ধান৬২ জাতের আবাদ সম্প্রসারণ, উপকারিতা এবং স্বল্পজীবন কাল হওয়ায় ধানটির বহুল প্রচার ও প্রসার কৃষকমুখী করার লক্ষ্যে পাবনা সদর উপজেলার নলদহ (লালগোলা) গ্রামে এক মাঠদিবস গত ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। পাবনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বগুড়া অঞ্চলে অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. হযরত আলী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন পাবনা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) কৃষিবিদ মো. খয়ের উদ্দিন মোল্লা, বণিক বার্তা পত্রিকার পাবনা জেলা প্রতিনিধি শফিউল আলম দুলাল এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের সহকারী তথ্য কর্মকর্তা এটিএম ফজলুল করিম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. আব্দুল লতিফ ব্রি ধান৬২ সম্পর্কে উপস্থিত কৃষকদের ধানটির উপকারিতা এবং আবাদের লাভজনক দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বগুড়া অঞ্চলে অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. হযরত আলী বলেন, ব্রি ধান৬২ একটি স্বল্প জীবনকালবিশিষ্ট জিংকসমৃদ্ধ ধান। এক কেজি চালে জিংক আছে প্রায় ২০ মি: গ্রাম এবং প্রোটিন আছে ৯%। তিনি আরো বলেন, এ ধানটি রোপণ হতে ১০০ দিনে ঘরে উঠানো যায়, তাই এর কর্তনের পর শীতকালীন আলু বা রবিশস্য আবাদ করা যায়।

সভাপতির বক্তব্যে উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকার জানান, স্বল্প জীবনকাল হওয়ায় ধানটি আবাদে লাভ বেশি। ফলন হেক্টরপ্রতি ৪.০-৪.৫ মেট্রিক টন। বাংলাদেশে জিংকের অভাবে গ্রামের নর-নারী নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রোগের মুখোমুখি হয়। সুতরাং জিংক ঘাটতিজনিত অপুষ্টি দূরীকরণে উপস্থিত সবাইকে জিংকসমৃদ্ধ ব্রি৬২ ধান আবাদের মাধ্যমে সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এ অপুষ্টি/রোগবালাই দূর করার আহ্বান জানান।

অন্যদের মধ্যে ধানটির আবাদকারী প্রদর্শনী প্লটের চাষি আলহাজ মোসলেম উদ্দিন, পারচিথুলিয়া গ্রামের চাষি মাজেদ শেখ এবং স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. শফিকুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এর আগে প্রধান অতিথিসহ অন্য অতিথিবৃন্দ প্রদর্শনী প্লটের ব্রি ধান৬২ কর্তন করে এ মৌসুমের ধান কর্তনের শুভ উদ্বোধন করেন।

## রূপকল্প ২০২১ 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

-মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

*নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মিজানুর রহমান, পরিচালক, এআইএস*

নিত্যনতুন ধারণা উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজীকরণের উদ্দেশ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিসের আয়োজনে প্রশিক্ষণ কমর্শালা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও একসেস ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহযোগিতায় ২৫-২৬ নভেম্বর, ২০১৬ ঢাকার খামারবাড়ির কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে এআইএসের সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক পর্যায়ের ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে জনবান্ধব নাগরিক সেবা কি, কিভাবে নতুন আইডিয়া বিশ্লেষণ করে তা বাস্তবায়ন উপযোগী করা হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সেশন পরিচালনা করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে কৃষি তথ্য সার্ভিসের চলমান সেবাগুলোকে আরও জনবান্ধব ও সহজীকরণের লক্ষ্যে চারটি উদ্ভাবনী আইডিয়া পাওয়া যায়, যেগুলো হলো-(১) 'আমাদের সেবা, কৃষকের সন্তুষ্টি' (কৃষি কল সেন্টার), (২) 'কৃষকের হাসি, ই-কৃষি' (আইসিটি সেবা) (৩) 'হাত বাড়ালেই কৃষির কথা' (প্রিন্ট মিডিয়া) এবং (৪) 'প্রযুক্তি এখন কৃষকের কাছে' (ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া)।

কমর্শালার উদ্বোধনী ও সমাপনী সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান। তিনি সবাইকে প্রশিক্ষণে অর্জনকৃত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিজেদের নতুন নতুন আইডিয়া উদ্ভাবনের দ্বারা নাগরিক সেবাসমূহকে মানসম্পন্ন করার মাধ্যমে বতর্মান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে অনুরোধ জানান।

দুই দিনের এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকার যুগ্ম নিবন্ধক জনাব মো. মাহবুবুর রহমান ও উপনিবন্ধক জনাব মো. হাফিজুর হায়দার চৌধুরী।

## রাঙ্গামাটিতে আখ ও আখের সাথী ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনের জন্য স্থানীয়পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃজন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের (KGF) অর্থায়নে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইক্ষু গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের আয়োজনে রাঙ্গামাটিতে গত ২১/১১/২০১৬ 'আখ ও আখের সাথী ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃজন' শীর্ষক কর্মশালা আশিকা কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইক্ষু গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক ড. এবি এম মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ওই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃষকেতু চাকমা। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ কে এম হারুন-অর-রশিদ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চল; সুধেন্দু শেখর মালাকার, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি। কর্মশালায় রাঙ্গামাটি অঞ্চলের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কৃষিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ইক্ষুচাষি, জনপ্রতিনিধি, কৃষি গবেষক, সফল উদ্যোক্তা, মিডিয়া প্রতিনিধিসহ অন্যরা অংশগ্রহণ করেন। কৃষিবিদ ক্যাছেন মার্মা এর উপস্থাপনায় কর্মশালায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম উপস্থাপন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএসআরআই, রাঙ্গামাটি উপকেন্দ্রের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইনচার্জ জনাব ধনেশ্বর তঞ্চঙ্গ্যা। তিনি তার উপস্থাপনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় আখ চাষের প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাবনা এবং ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণে প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্য তুলে ধরেন। কর্মশালার বিষয়ভিত্তিক মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের এগ্রোপ্রসেসিং অ্যান্ডভ্যালু অ্যাডিশন এক্সপার্ট মো. মাহবুবুল হক। তিনি তার উপস্থাপনায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আখ ও আখজাত পণ্যের অবদান ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন। উন্নতমানের আখের জাত ব্যবহার এবং আখের সাথে উপযুক্ত সাথী ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিশেষ অতিথি অতিরিক্ত পরিচালক এ কে এম হারুন-অর-রশিদ আখের সাথে সাথী ফসল হিসেবে অন্যান্য লাভজনক ফসল চাষ বাড়ানোর ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আখচাষিদের সাথী ফসল চাষ পদ্ধতি এবং সাথী ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে কৃষকদের আরো প্রশিক্ষণের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধান অতিথি বৃষকেতু চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়ন অনেকাংশে কৃষি উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। তিনি আরো বলেন, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য প্রত্যন্ত এলাকার আখচাষিরা সময়মতো আখ বাজারজাত করতে পারে না বিধায় ন্যায্যমূল্য পায় না। কর্মশালায় সভাপতি ড. এ বি এম মফিজুর রহমান বলেন, প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় পার্বত্য এলাকায় চাষ উপযোগী আখের জাত উদ্ভাবনও সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তা ছাড়া আখচাষিদের ব্যবহার বাড়াতে স্থানীয়পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃজনের এবং তাদের প্রশিক্ষিত করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। কৃষকরা যাতে উৎপাদিত আখ ও আখজাত পণ্য সময়মতো বাজারজাত করতে পারেন সেজন্য তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

*আখ ও আখের সাথী ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনের জন্য স্থানীয়পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃজন শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান বৃষকেতু চাকমা*

## পাবনার মালিগাছায় কম্বাইন হারভেস্টার যন্ত্র প্রদর্শন উপলক্ষে মাঠ দিবস এবং নবান্ন উৎসব'১৬ পালিত হয়

–এ.টি.এম ফজলুল করিম, কৃতসা, পাবনা

পাবনা সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের "খামারযান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প ২য় পর্যায়" এর আওতায় কম্বাইন হারভেস্টার যন্ত্র দ্বারা ধান কর্তন, মাড়াই-ঝাড়াই ও ধান বস্তাবন্দী করা প্রদর্শন উপলক্ষে এক মাঠ দিবস এবং বাঙালি সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্য নবান্ন উৎসব গত ১৫ নভেম্বর পাবনা সদর উপজেলার মালিগাছা ইউনিয়নের মাটিয়া বাড়ি গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে সময়, শ্রম এবং অর্থের সাশ্রয় (৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

ঘটিয়ে কিভাবে অধিক লাভবান হওয়া যায় তা জনসমক্ষে প্রদর্শন করাই ছিল মাঠ দিবসের মূল লক্ষ্য এবং সেই সাথে ১ অগ্রহায়ণ বাঙালি সংস্কৃতির গ্রামীণ উৎসব নতুন ধান কর্তন করে ফিরনী পায়েস, পিঠাপুলির উৎসবে মেতে ওঠাই ছিল নবান্ন উৎসবের মূল উদ্দেশ্য।

পাবনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মাঠ দিবস ও নবান্ন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনার জেলা প্রশাসক রেখা রানী বালো। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: মো. আব্দুল গফুর, টেবুনিয়া হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক কৃষিবিদ আজাহার আলী, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের অতি: উপপরিচালক (উদ্যান) কৃষিবিদ খয়ের উদ্দিন মোল্লা, অতি: পুলিশ সুপার শামীমা আকতার, স্থানীয় সরকার প্রশাসনের উপপরিচালক আক্তার হোসেন আজাদ এবং ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক প্রকাশনা ও যোগাযোগ কর্মকর্তা মনোজ কুমার মণ্ডল। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কম্বাইন হারভেস্টারের ভূমিকা এবং বাঙালিয়ানার কৃষ্টি নবান্ন উৎসব পালনের বিষয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাবনা সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. আব্দুল লতিফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পাবনার জেলা প্রশাসক বলেন, সময়ের প্রেক্ষিতে লাগসই এবং টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের কৃষি অনেক দূর এগিয়েছে। সঠিক পরিকল্পনামাফিক এ দেশের গ্রামীণ জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষির বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ করতে পারলে কৃষি উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে ত্বরান্বিত এবং দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশ হবে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী।

সভাপতির বক্তব্যে পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকার বলেন, খামার যান্ত্রিকীকরণ করা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। শ্রম, সময় এবং অর্থের সাশ্রয়সহ ত্বরিত গতিতে কৃষি উন্নয়নসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে খামার যান্ত্রিকীকরণের কোনো বিকল্প নেই। তিনি সমাবেশে উপস্থিত সক্ষম কৃষকদেরকে রিপার মেশিনসহ কম্বাইন হারভেস্টার যন্ত্রটি কেনার পরামর্শ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে এলাকার কৃষক-কৃষাণী ছাড়াও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, গণমাধ্যমকর্মী, গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিত ছিলেন। এর আগে প্রধান অতিথি এবং অন্য অতিথিবৃন্দ কৃষক আনোয়ার হোসেনের জমিতে কম্বাইন হারভেস্টার দ্বারা ব্রি ধান৭২ জাতের ধান কর্তন পর্যবেক্ষণ করেন এবং এ মৌসুমের ধান কর্তনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময়ে এলাকাসহ আশপাশের এলাকার শত শত উৎসুক জনতা উপস্থিত থেকে হারভেস্টার যন্ত্র দ্বারা ধান কর্তন দেখার জন্য ভিড় করেন। পরে অতিথিবৃন্দ গ্রামের কৃষাণীদের তৈরি হরেক রকমের পিঠা পুলি পরিদর্শন করে এর স্বাদ আস্বাদন করেন।

*পাবনার মালিগাছায় কম্বাইন হারভেস্টার যন্ত্রের সাহায্যে ফসল কর্তন*

## বরিশালের সর্বত্র খাটো জাতের নারিকেলের আবাদ

–মো. শাহাদত হোসেন, এআইএস, বরিশাল

*বরিশাল বিভাগে জেলা উপজেলা পর্যায়ে খাটো জাতের নারিকেলের চারা বিতরণ, রোপণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম*

বেশি ফলন, সহজ ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যতে উচ্চমূল্যে প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকায় বরিশালের সর্বত্র খাটো জাতের নারিকেলের আবাদ হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ ফলের আবাদ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে তথা উপকূলীয় এলাকায় বেশি হয়। কিন্তু এ অঞ্চলের গাছগুলো লম্বা প্রকৃতির হওয়ায় ব্যবস্থাপনা কঠিন। এ ছাড়া ফলনও কাঙ্ক্ষিত নয়। এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ভিয়েতনাম থেকে সিয়াম গ্রিন ও সিয়াম ব্লু নামক খাটো জাতের নারিকেলের চারা সংগ্রহ করা হয়েছে, যা মাত্র তিন বছরে ফলন দিতে সক্ষম। যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিটি গাছ থেকে বছরে ২৫০ থেকে ৩০০টি নারিকেল পাওয়া সম্ভব। অন্যদিকে খাটো প্রকৃতির হওয়ায় এর পরিচর্যাও সহজ। এসব গুণাবলী বিদ্যমান থাকায় বরিশাল অঞ্চলের কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে খাটো জাতের নারিকেলের চারা সমাদৃত হয়েছে, যা কৃষি বিভাগের উদ্বুদ্ধকরণের ফলে সম্ভব হয়েছে ।

এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. ওমর আলী শেখ বলেন, প্রাথমিকভাবে এ বিভাগে দশ হাজার চারা রোপণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, যার মধ্যে ব্লকপ্রতি কমপক্ষে দশটি করে চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছিল। এ ছাড়া বাণিজ্যিকভাবে নারিকেলের খামার করতে ইচ্ছুক এমন চাষি নির্বাচন করার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়। যার ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে প্রায় আট হাজার চারা রোপিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রহমতপুরের হর্টিকালচার সেন্টারে প্রায় ৩০০ টি গাছের সমন্বয়ে খাটো জাতের নারিকেলের একটি মাতৃবাগান করা হয়েছে। বাগানটি সর্জান পদ্ধতিতে করা যেখানে মাল্টাসহ অন্যান্য ফল ফসলের গাছ রয়েছে।

## বাংলাদেশ কৃষক উন্নয়ন সোসাইটির উদ্যোগে কৃষক সমাবেশ ঈশ্বরদীতে

–এ.টি.এম ফজলুল করিম, কৃতসা, পাবনা

পাবনার ঈশ্বরদীস্থ "বাংলাদেশ কৃষক উন্নয়ন সোসাইটির" উদ্যোগে আয়োজিত কৃষক সমাবেশ গত ২৯ অক্টোবর ঈশ্বরদীর মীর কামারী গ্রামে কেতাব লিচুর লিচু বাগান চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সব জেলার কৃষক প্রতিনিধিদের একত্র করে সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় আনয়ন, কল্যাণ সাধন, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, মধ্যস্বত্ব ভোগী দালাল, ফড়িয়া, মুনাফা লোভী ব্যবসায়ীদের গ্রাসে যাতে কৃষকদের ধরা দিতে না হয় সে লক্ষেই এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। (৫ম পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

কৃষক উন্নয়ন সোসাইটির সভাপতি বঙ্গবন্ধু পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক জনাব সিদ্দিকুর রহমান ওরফে কুল ময়েজের সভাপতিত্বে কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষক উন্নয়ন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল ওরফে লিচু কেতাব এবং ঈশ্বরদী উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মাসুম বিল্লাহ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, কৃষক উন্নয়ন সোসাইটির কৃষিবিষয়ক সম্পাদক জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক আব্দুল বারী ওরফে কফি বারী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকার বলেন, কৃষকবান্ধব এ সরকার কৃষকদের উন্নয়নে বিভিন্ন পন্থায় কৃষকদের সুবিধা দিয়ে যাচ্ছেন। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ সব প্রতিষ্ঠান মিলিতভাবে কৃষকদের উন্নয়নে মাঠে ময়দানে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তিনি কৃষি বিভাগের লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার করে উৎপাদনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সবাইকে।

অনুষ্ঠানে কৃষক প্রতিনিধির মধ্যে কয়েকজন বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে দেশের প্রত্যন্ত অনেক জেলা হতে আগত প্রায় শতাধিক চাষি এ সমাবেশে যোগদান করেন।

*ঈশ্বরদীর কৃষক সমাবেশে অতিথির বক্তব্য রাখছেন পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ*

## সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক মহোদয়ের মৌলভীবাজার জেলায় কমলা বাগান পরিদর্শন

–কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশিদ, কৃতসা, সিলেট

*কৃষিবিদ চৈতন্য কুমার দাস, পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয় মৌলভীবাজার জেলায় বিভিন্ন উপজেলা পরিদর্শন করেন*

কৃষিবিদ চৈতন্য কুমার দাস, পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয় মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলা পরিদর্শন করেন। তিনি গত ১১-১২ নভেম্বর ২০১৬ দুই দিনের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শনকালে প্রথমে তিনি ১১ নভেম্বর ২০১৬ রোজ শুক্রবার দুপুরে বড়লেখা উপজেলার বাঘাডহর গ্রামে কমলাচাষিদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় পরিচালক মহোদয় জানান, কমলা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের ফল। এ অঞ্চলের মাটি, পরিবেশ কমলা চাষের জন্য খুবই উপযোগী। তাই তিনি সব চাষিকে কমলা চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেন। আলোচনায় কমলাচাষি সুশীল চন্দ্র দেবনাথ বলেন, সরকারিভাবে বিভিন্ন উপকরণ যেমন- কলম, কাটিং, চারা, সার, কৃষিঋণ সুবিধার ব্যবস্থা নিলে কমলা চাষের আরোও ব্যাপক সম্প্রসারণ সহজ হবে। অতঃপর পরিচালক মহোদয় কমলাচাষিদের কমলা চাষ বৃদ্ধিকরণে বিভিন্ন কারিগরি পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পরবর্তীতে সন্ধ্যায় জুড়ি উপজেলার রুপাছড়া ও লালছড়া এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার জনাব বাবুল মিয়ার বাড়িতে উপস্থিত কমলাচাষিদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত কৃষকরা দাবি করেন গত ১০ বছর আগে এ এলাকায় বৃহত্তর সিলেট জেলায় কমলা ও আনারস উন্নয়নসহ সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প চালু ছিল। কৃষকরা পুনরায় প্রকল্পটি চালুর জোর দাবি জানান। তাছাড়া কমলা চাষের জন্য সরকারিভাবে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির অনুরোধ জানান। পরিচালক মহোদয় ১২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মৌলভীবাজার সদর উপজেলাধীন মোস্তফাপুর গ্রামে আম্রপালি ফল বাগান পরিদর্শন ও পরে কুলাউরা উপজেলার কর্মোদা ইউনিয়নের রঙ্গিছড়া গ্রামে কমলা বাগান পরিদর্শন করেন।

পরিচালক মহোদয়ের পরিদর্শনকালীন সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ কৃষ্ণ চন্দ্র হোড়, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট; কৃষিবিদ ড. মো. জসীম উদ্দিন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি, মৌলভীবাজার; কৃষিবিদ মো. শাহজাহান, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার; কৃষিবিদ মো. ওহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ।

## পবায় রিপার মেশিনে ধান কর্তন ও নবান্ন উৎসব/১৪২৩ উদ্বোধন করলেন জেলা প্রশাসক

–মো. এরশাদ আলী, কৃতসা, রাজশাহী

*রাজশাহীর পবা উপজেলা রিপার মেশিনে ধান কর্তন ও নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর জেলা প্রশাসক কাজী আশরাফ উদ্দিন*

১৫ নভেম্বর/২০১৬ রাজশাহীর পবা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় নওহাটা পৌরসভা ব্লকের মহানন্দাখালী মাঠে রিপার যন্ত্রের সাহায্যে ব্রি ধান৪৯ কর্তন ও নবান্ন উৎসব/১৪২৩ অনুষ্ঠান উপজেলা নির্বাহী অফিসার পবার মো. আলমগীর কবির (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহীর জেলা প্রশাসক কাজী আশরাফ উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহীর উপপরিচালক কৃষিবিদ দেব দুলাল ঢালী ও জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ মো. সামছুল হক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পবা উপজেলা পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান এস এম আশরাফুল হক।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, দেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে সেই সাথে সাথে বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতেও স্বয়ংসম্পূর্ণ তার নমুনা। রিপার মেশিন দ্বারা আমন ধান কর্তন এখন যুগোপযোগী সময়। এই মেশিন দ্বারা ১ বিঘায় কোনো ধান কর্তন করতে সময় লাগে ৪৫ মিনিট ও জ্বালানি খরচ হয় ৭০-৮০ টাকা। রিপার মেশিন দ্বারা ধান কর্তন করলে লেবারের চেয়ে ৫০ ভাগ টাকা কম লাগে। তাছাড়া দুর্যোগ মুহূর্তে অল্প সময়ে কম খরচে ধান কর্তন করে ঘরে তোলা সম্ভব। প্রধান অতিথি মহোদয় সব অতিথিকে নিয়ে নিজ হাতে ব্রি ধান৪৯ এর নমুনা শস্য কর্তন করেন। তিনি নবান্ন উৎসব সম্পর্কে বলেন ১ অগ্রহায়ণ বাঙালি জাতির হাজার বছরের পুরাতন ঐতিহ্য। তিনি এই দিনটিকে সবার সাথে উদযাপন করতে পেরে আনন্দিত বলে জানান।

বিশেষ অতিথির মধ্যে উপপরিচালক মহোদয় বলেন, এই রিপার মেশিনটি শুধু নওহাটায় নয়, সারা বাংলাদেশের কৃষকদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। তিনি উপস্থিত কৃষকদের বলেন, এককভাবে সম্ভব না হলে যৌথভাবে রিপার মেশিনটি ক্রয় করে কৃষি কাজে লাগানোর অনুরোধ জানান।

## সিলেটে কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৬ এর উদ্বোধন

–কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশিদ, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার

*সিলেটে কৃষি প্রযুক্তি মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ কৃষ্ণ চন্দ্র হোড়*

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট জেলার আয়োজনে ও ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধন হয়েছে কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৬। ডিএই, খামারবাড়ি, সিলেট চত্বরে ১০-১৩ নভেম্বর এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে এ মেলার আয়োজন করা হয়। চার দিনব্যাপী এ মেলায় ২০টি স্টল অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কৃষিবিদ কৃষ্ণ চন্দ্র হোড়, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. ওহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, সিলেট। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মো. আবুল হাসেম, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মো. সালাহ উদ্দিন, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, ডিএই, সিলেট। প্রগতিশীল কৃষকের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জনাব মো. ছৈয়দুর রহমান, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

প্রধান অতিথি বলেন, কৃষির নানা প্রযুক্তিই কৃষিকে আজ উন্নতির স্বর্ণশিখরে আসীন করেছে। তাই উপস্থিত কৃষক ভাইদের কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণে আরও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশিদ, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, সিলেট।

চার দিনব্যাপী এ মেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি স্টলের আধুনিক কৃষি তথ্য, সেবা ও প্রযুক্তি বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়। মেলায় কৃষিবিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেট।

## শেরপুরের নকলায় কৃষকদের মধ্যে প্রণোদনার সার ও বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন

–মো. শরিফ ইকবাল, উপজেলা কৃষি অফিসার, নালিতাবাড়ী, শেরপুর

*শেরপুরের নকলায় কৃষকদের মধ্যে প্রণোদনার সার ও বীজ বিতরণ*

রবি/২০১৬-১৭ মৌসুমের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৬ নভেম্বর ২০১৬ রোববার সকাল ১০টায় গম চাষের জন্য বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। নালিতাবাড়ী উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে ৬৮০ জন কৃষকের মধ্যে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়। নালিতাবাড়ী উপজেলায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ১৩৬০ জন কৃষকের মধ্যে এ পর্যন্ত ১২৬০ জন কৃষককে কৃষি প্রণোদনা প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। প্যাকেজের আওতায় আজ অত্র উপজেলার সব ইউনিয়নের ৬৮০ জন কৃষকের মধ্যে প্রতি জন ২০ কেজি গম বীজ, ২০ কেজি ডিএপি সার এবং ১০ কেজি এমওপি সার পেয়েছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি মহোদয়ের নির্দেশনাক্রমে ফসল চাষের উপযোগিতা এবং কৃষকের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ধাপে ধাপে প্রণোদনা কর্মসূচির উপকরণ কৃষকের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রথমপর্যায়ে ৫০ জন কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে মাসকলাইয়ের বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৮০ জন কৃষকের মধ্যে সরিষা ও ৫০ জন কৃষকের মধ্যে ভুট্টাবীজ ও সার বিতরণ করা হয়। আগামী ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মাসে ১০০ জন কৃষকের মধ্যে গ্রীষ্মকালীন মুগবীজ ও সার বিতরণ করা হবে।

কৃষি প্রণোদনা বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নালিতাবাড়ী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব তরফদার সোহেল রহমান। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরপুর জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মো.আশরাফ উদ্দিন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নালিতাবাড়ী উপজেলার সভাপতি জনাব আলহাজ জিয়াউল হোসেন মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক জনাব ফজলুল হক, নালিতাবাড়ী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আছমত আরা আছমা, নালিতাবাড়ী পৌরসভার মেয়র জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নালিতাবাড়ী উপজেলার দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক ও উপজেলা কৃষি কমিটির সদস্য জনাব রেজাউল করিম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নালিতাবাড়ী উপজেলার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব ওয়াজকুরুনী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকবৃন্দ, সরকারি বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষক-কৃষাণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

## রংপুরে বিনা ধান১১ এর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, কৃতসা, রংপুর

*বিনা ধান১১ এর মাঠ দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ স.ম. আশরাফ আলী*

২৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) রংপুর উপকেন্দ্র ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর সদরের আয়োজনে নজিরহাট পক্ষীফান্দা গ্রামে জলমগ্ন সহিষ্ণু বিনা ধান১১ এর ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ দিবসের আলোচনা সভায় আদর্শ কৃষক প্রফুল্ল নাথ বর্মণের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ স.ম. আশরাফ আলী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর জেলার অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ) কৃষিবিদ মো. আফতাব হোসেন, মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার কৃষিবিদ ড. মো. সাইখুল আরেফিন, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, বিনার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইনচার্জ কৃষিবিদ মো. তানজিলুর মণ্ডল প্রমুখ। প্রধান অতিথি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিক্ষেত্রে নিত্যনতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ জন্য তিনি জলবায়ুর প্রতিঘাতসহনশীল জাতগুলো চাষের প্রতি বেশি জোর দেয়ার আহ্বান জানান। জলমগ্ন সহিষ্ণু বিনা ধান১১ স্বল্প জীবনমেয়াদি হওয়ায় এ ধান কেটে এ অঞ্চলের কৃষক ভাইয়েরা সহজেই গম-সরিষা বা আলু আবাদে যেতে পারবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। (৭ম পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

আলোচনা অনুষ্ঠানে কৃষক-কৃষাণীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মো. মকবুল হোসেন, শেফালী রানী প্রমুখ। কৃষক মো. মকবুল হোসেন বলেন, বিনা ধান১১ স্বল্পমেয়াদি জীবনকালের হওয়ায় ধান-খড় উভয়েরই দাম বেশি পাওয়া যায়। এক আটি খড় ১০ টাকা দরে বিক্রি করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। মাঠ দিবসে প্রায় শতাধিক কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভার আগে অতিথিরা প্রদর্শনী প্লটের ধান কর্তন করেন। এতে ১২০ দিনে হেক্টরপ্রতি ফলন ধানে ৫.৮ মেট্রিক টন বা চালে ৩.৮ মেট্রিক টন পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ মমতা সাহা।

## বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধন

-মো. জাহাঙ্গীর আলী খান, কৃতসা, ময়মনসিংহ

গত ১৩ নভেম্বর ২০১৬ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামে সকাল ১০টায় ৩ দিনব্যাপী দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দারিদ্র্য বিমোচনের রিজিওনাল নেটওয়ার্ক অন প্রোভার্টি ইরিডিকেশনের সপ্তম আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তম রেনপার সম্মেলন আয়োজক কমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. মো. আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মো. ফরাস উদ্দিন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের অবদান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃত। তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

সেমিনারে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. আলী আকবর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া কেল্লেটানের ডেপুটি ভাইস-চ্যান্সেলর ও রেনপারের চেয়ারম্যান ড্যাটো ড. ইব্রাহীম বিন চি ওমর। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এফএও-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. মাইক রবসন। রিজিওনাল নেটওয়ার্ক অন প্রোভার্টি ইরাডিকেশনের (রেনপার) সপ্তম আন্তর্জাতিক সেমিনারে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল দারিদ্র্য বিমোচনে প্রযুক্তি প্রসার : সম্ভাবনা ও ঝুঁকি। এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ ছাড়াও ১৪১টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবে। ওই সেমিনারে বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ডসহ ৩৩ জন দেশি গবেষক এবং প্রায় ২০০ জন বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে উদ্বোধনের পর তিন দিনব্যাপী কৃষি ও প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন ও স্টল পরিদর্শন করেন প্রধান অতিথি ড. মো. ফরাস উদ্দিন।

## রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে আইএফএমসি কৃষক মাঠ স্কুলে ডেনমার্কের মাননীয় রাষ্ট্রদূত

–মো. শফিকুল ইসলাম ও তুষার কুমার সাহা, কৃতসা, রাজশাহী

গত ১৪ নভেম্বর ২০১৬ রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে কৃষক মাঠ স্কুলের কার্যক্রমের ওপর মতবিনিময় অনুষ্ঠান হাতিনাদা আইএফএমসি কৃষক মাঠ স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুঠিয়া উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. মঞ্জুর হোসেন। তিনি আইএফএমসি কৃষক মাঠ স্কুলের কার্যাবলী উপস্থাপন করেন ও উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

*রাজশাহীর পুঠিয়ায় ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় আইএফএমসি কৃষক মাঠ স্কুলের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ডেনমার্কের মাননীয় রাষ্ট্রদূত*

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেনমার্কের মাননীয় রাষ্ট্রদূত মিকাইল হেমানিতি উইন্থার, প্রকল্পের প্রধান উপদেষ্টা মি. হেনরি সিহ, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মি. পিটার বখ্ জেনসন, সিনিয়র উপদেষ্টা ড. আরিফুর রহমান সিদ্দিকী, প্রকল্প পরিচালক ড. আবু ওয়ালী রাগিব হাসান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. ফজলুর রহমান ও রাজশাহীর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ দেব দুলাল ঢালী ও অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ কে জে এম আব্দুল আউয়াল।

ডেনমার্কের মাননীয় রাষ্ট্রদূত মি. মিকাইল হেমানিতি উইন্থারের প্রশ্নের জবাবে সদস্য কৃষক-কৃষাণীরা মাঠ স্কুলের প্রশিক্ষণের উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করেন। তারা জানান, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কৃষির আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে স্বাবলম্বী হতে পেরেছেন। ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত কৃষক-কৃষাণীর বক্তব্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং মাঠ স্কুলের সদস্যসহ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। ১৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে ইসলামপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামে ভবানীপুর আইএফএমসি'র কৃষক মাঠ স্কুলের অনুরূপ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় রাষ্ট্রদূতসহ কৃষি বিভাগ ও প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এতে উপস্থিত থেকে কৃষক-কৃষাণীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

## নানা আয়োজনে চট্টগ্রামের রাউজানে পালন করা হলো নবান্ন উৎসব-১৪২৩

–আবু কাউসার মো. সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

*নবান্ন উৎসবে রাইস রিপারের সাহায্যে পাকা ধান কর্তন করছেন চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী*

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে গত ২০ নভেম্বর ২০১৬ চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় পালন করা হলো ১৪২৩ বাংলা সনের নবান্ন উৎসব। এ উপলক্ষে রাউজান উপজেলার ডাবুয়া তারাচরণ শ্যামাচরণ হাইস্কুল মাঠে এক কৃষক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। রাউজান উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব শামীম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ৬ (রাউজান) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী। রাউজানের বিভিন্ন ইউনিয়ন হতে আগত প্রায় দুই হাজার কৃষক-কৃষাণীর এ সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ কে এম এহছানুল হায়দার চৌধুরী, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, রাউজান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব নুর মোহাম্মদ, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, রাউজান; জনাব ফৌজিয়া খানম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, রাউজান; রাউজানের বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যানরা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের দপ্তর প্রধানরা। সমাবেশের আগে প্রধান অতিথি মহোদয় পাকা ধান কর্তন করেন এবং নবান্ন উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আমন্ত্রিত অতিথিরা নবান্ন উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত পিঠা স্টল পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল কৃষক-কৃষাণীর জন্য প্রধান অতিথি মহোদয়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে টুপি সরবরাহ করা হয়, যা বিকেলের কৃষক সমাবেশের শোভা বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।

কৃষক সমাবেশে বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত কৃষক-কৃষাণীরা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় চট্টগ্রাম ৬ (রাউজান) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক সিদ্ধান্ত আর দূরদর্শী নেতৃত্বগুণের জন্যই দেশেই কৃষি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় সফলতা এসেছে। কৃষকের শ্রমে খাদ্য উৎপাদনের যে সফলতা এসেছে তা ধরে রাখতে হবে। সে জন্য কৃষি জমিতে ঘরবাড়ি নির্মাণ করা যাবে না। ব্যবহার বাড়াতে হবে জৈবসারের। কৃষককে লাভবান করার জন্য জোরদার করা হবে কৃষি বিপণন ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই মাননীয় সংসদ সদস্য এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাউজান উপজেলায় প্রায় এক লাখ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। নিরাপদ সবজি উৎপাদনের জন্য এক হাজার কৃষকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ।

## সবুজ ঢাকা আয়োজিত ফুলের টব ও গাছ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন

–কৃষিবিদ মো. রাজু আহমেদ, ডিএই

*ফার্মগেটের আ কা মু গিয়াসউদ্দীন মিল্কী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সবুজ ঢাকা আয়োজিত ফুলের টব ও গাছ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব আনিসুল হক, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন*

গত ৩১-১০-২০১৬ সবুজ ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত ফুলের টব ও গাছ বিতরণ কর্মসূচি ফার্মগেটের আ কা মু গিয়াসউদ্দীন মিল্কী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়র, জনাব আনিসুল হক, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সবুজ ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় মেয়র বলেন, পাঁচ বছরের মধ্যে ছবির মতো শহরে পরিণত হবে ঢাকা শহর। বিভিন্ন রাস্তায় গেল মৌসুমে ৩১৮৮৫টি গাছ রোপণ করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন। বাড়ির ছাদ ও বারান্দায় গাছ লাগাতে নগরবাসী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা চান। অনুষ্ঠানে মাননীয় মেয়র নগরবাসীর মধ্যে বিনামূল্যে গাছ ও টব বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এ সময় ৩৬টি ওয়ার্ডে প্রায় ১৯ হাজার টবসহ গাছ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। আগে থেকে রেজিস্ট্রেশন করা ১০০ জন বাসিন্দার মধ্যে টবসহ ফুলের গাছ বিতরণ করে সবুজ ঢাকা নামের সংগঠনটি। ডিএনসিসি ছাড়াও গাছ বিতরণ কর্মসূচির কারিগরি সহযোগিতায় আছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। ফুলের গাছ ও টব বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ জনাব মো. কুদরত-ই-গণী, পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এবং অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, কৃষিবিদ জনাব তারিক হাসান, এসিআই ফার্টিলাইজারের বিজনেস পরিচালক, কৃষিবিদ জনাব বশির আহমেদ, উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, জনাব জহিরুল ইসলাম মানিক, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, জনাব মফিজুর রহমান ও ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব আফসার উদ্দীন খান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেয়ারম্যান এবং সবুজ ঢাকার উপদেষ্টা জনাব প্রীতি চক্রবর্তী। উক্ত অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় অনন্য ভূমিকা পালন করেন কৃষিবিদ জনাব মো. রাজু আহমেদ, উদ্যানতত্ত্ববিদ, হর্টিকালচার সেন্টার, গুলশান, ঢাকা।

## পুষ্টি কর্নার : মাল্টা

ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল মাল্টা। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম মাল্টায় জলীয় অংশ ৮০-৯০ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ০.৫ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ২০০ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৭-১.৩ গ্রাম, চর্বি ০.১-০.৩ গ্রাম, শর্করা ১২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৪০ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৮ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ২০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.১১৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৪৬ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ৪৫-৬১ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। ফলের খোসা থেকে প্রসাধনী ও ওষুধ শিল্পে ব্যবহার্য অত্যাবশ্যকীয় তেল প্রস্তুত করা যায়। মাল্টা সর্দিজ্বর নিরাময়ে উপকারী। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ছাড়কৃত জনপ্রিয় জাত হলো 'বারি মাল্টা-১'। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড়সহ দেশের সব অঞ্চল মাল্টা চাষের উপযোগী। ফল হিসেবে মাল্টা সরাসরি খাওয়া হয়। এ ছাড়া অরেঞ্জ জুস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

## কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

১৯২৮ সালে তৎকালীন রয়েল কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৩৪ সন থেকে এ উপমহাদেশে সরকারিভাবে কৃষি বিপণন বিষয়ক কার্যক্রম এর সূচনা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থা এবং কৃষি খাতের অপার সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সমন্বিত, দক্ষ ও বাজারমুখী বিপণন ব্যবস্থা কার্যকর করা, যা কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, ভোক্তাদের সহনীয় মূল্যে পণ্য সরবরাহ এবং সার্বিকভাবে কৃষি খাত থেকে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গত সাত বছরের অগ্রগতির তথ্য ঃ**

**তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার :** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা মার্কেটিং অফিস ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে;

**বাজার অবকাঠামো, পরিবহন ও অন্যান্য আধুনিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ :** কৃষকের পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্প সহায়তায় দেশে এ পর্যন্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত- ১টি সেন্ট্রাল মার্কেট, ২১টি পাইকারি বাজার, ৬০টি খুচরা বাজার অবকাঠামো, ৮টি অ্যাসেম্বল সেন্টার, কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য ৭টি রিফার ভ্যান ও ১টি ট্রাক, ১২টি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে;

**শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম :** মৌসুমে স্বল্পমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের (Distress sale) মাধ্যমে কৃষকরা যাতে ক্ষতির স্বীকার না হয় সে লক্ষ্যে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম দেশের ৩২টি জেলার ৭৯টি উপজেলায় ১১৫টি গুদামের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে;

**কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্য দূরীকরণ :** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (বিএডিপি) আওতায় গ্রাম ও উপশহর এলাকায় কৃষি ব্যবসা কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৩,৪৩২ জন কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে;

**কৃষিপণ্যের আধুনিক সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তির ব্যবহার ও হস্তান্তরে সহায়তা প্রদান :** সমাপ্ত সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ফসল সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধে কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারীগণের সমন্বয়ে ২০ জন করে মোট ৬৮৬টি কৃষক বিপণন দল গঠন করে উদ্যান জাতীয় ফসল বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার ও ফুল বিপণনে সহায়তা প্রদান :** কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলা ও ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলায় আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ ও উৎপাদিত ফুল বিপণনে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে;

**কৃষি পণ্যের বিশেষায়িত হিমাগার স্থাপন/নির্মাণ :** সমাপ্ত এনসিডিপি প্রকল্পের আওতায় উত্তরাঞ্চলের ৭টি পাইকারি বাজারে ৭টি এবং ঢাকার গাবতলীতে অবস্থিত সেন্ট্রাল মার্কেটে ৩টি এবং নরসিংদীতে ১টিসহ মোট ১১টি কুল চেম্বার স্থাপন করা হয়েছে;

**কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ :** ভোক্তাপর্যায়ে কৃষিপণ্যের মূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে পাইকারি পর্যায়ে ২-৫%, খুচরা পর্যায়ে ১০-১৫% (আলু ও মসলাজাতীয় পণ্যে), ২০-২৫% (পচনশীল শাকসবজিতে) বিপণন ব্যয় ও লভ্যাংশ সংযোজন করে ঢাকা মহানগরীর ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বাজার ও সুপারসপসমূহে Pilot Basis-এ পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে কৃষিপণ্য ক্রয় বিক্রয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

**সরকারের রাজস্ব আয় :** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৮৯২টি প্রজ্ঞাপিত বাজারের প্রায় ৫০ হাজার কৃষিপণ্য বাজারকারবারিকে লাইসেন্স-এর আওতায় আনা হয়েছে। লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন বাবদ ৭ বছরে ৬.১৪ কোটি টাকা নন-ট্যাক্স রেভিনিউ এবং অন্যান্য আয় বাবদ ০.৪৫ কোটি টাকাসহ মোট ৬.৫৯ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। (সংকলিত)

সম্পাদক: কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সমন্বয়ক: কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: মো: ছগির হোসেন, কম্পিউটার কম্পোজ: মনোয়ারা খাতুন
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) মো. নুর ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত